মঙ্গলবার, ৩০ মাঘ, ১৪২৪
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৫১

প্রধানমন্ত্রীর জর্ডন ও প্যালেস্টাইন সফর সবদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জর্ডন ও প্যালেস্টাইন সফর সবদিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে এই দুই দেশের শীর্ষ পর্যায়ের আলোচনায় ওই অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া জঙ্গি মোকাবিলায় ভারতের ভূমিকার উপর জোর দেয় দুই দেশই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী জর্ডনের সঙ্গে সহযোগিতার বিষয়ে আগ্রহের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি জর্ডনে বলেছেন, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য তারা জর্ডনের রাজা আবদুল্লার আসন্ন ভারত সফরের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আর প্রধানমন্ত্রীর এই খবর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে আরবি ভাষার সংবাদপত্রগুলিতে। এমনকী আম্মান নিউজ ওয়েবসাইটে মোদীর সফর অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি প্যালেস্টাইন সফরে প্রধানমন্ত্রী রামাল্লায় রাষ্ট্রপতি মেহমুদ আব্বাসের সঙ্গে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছেন, প্যালেস্টাইনের স্বার্থে ভারতের সমর্থন দেশের বিদেশ নীতিতে সবসময়ে রয়েছে। ভারত এটাকে অগ্রাধিকার দেয়। প্রধানমন্ত্রী জানান, প্যালেস্টাইন দেশ গঠনের প্রয়াসে ভারত অনেক পুরনো সহযোগী। ভারত রামাল্লায় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোম্যাসি তৈরি করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছে। সবচেয়ে বড় কথা, ভারত প্যালেস্টাইনের জনগণের স্বার্থরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

“তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছু ক্ষতি নাই; নিরাকার নিষ্ঠা থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। মা ব'লে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে। কখনও দাস্য কখনও সখ্য, কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব। কোন কামনা নাই তাঁকে ভালবাসি, এটি বেশ। এর নাম **অহেতুকী ভক্তি**। টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রম কিছুই চাই না; কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান ভক্তি দুইই আছে। সংসারে দাসীর মত থাক্‌বে; দাসী সব কাজ করে, কিন্তু দেশে মন প'ড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের মানুষ করে; বলে, ‘আমার হরি’, ‘আমার রাম’, কিন্তু জানে, ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন করছো, এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করেছিলেন, সাধন করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়।”

“তোমরা বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরলাভ ক'রে ঈশ্বর-দর্শন করে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর **আদেশ** না পেলে লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বর লাভ না করলে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হ'য়ে যায়; যেমন শুকদেবাদি, চৈতন্যদেব কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদনার ন্যায় নৃত্য করিতেন। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন, তখন অনেক সময় জড় সমাধিতে থাকতেন।”

(শ্রীযুক্ত কেশবের হিন্দুধর্মের উপর উত্তরোত্তর শ্রদ্ধা)

এইরূপ নানাস্থানে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। বেলঘরের বাগান প্রথম দর্শনের পর কেশব ২৮ শে মার্চ, ১৮৭৫ রবিবার ‘মিরার’ সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন আমরা অল্প দিন হইল, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি

দিনপঞ্জিকা

৩০ মাঘ, ভাঃ ২৪ মাঘ, **১৩ ফেব্রুয়ারী,** ৩০ মাঘ, সংবৎ ১৩ ফাল্গুন বদি, ২৬ জমাঃ আউঃ। সূর্যোদয় ঘ ৬।১৭, সূর্যাস্তি ঘ ৫।২৭। **মঙ্গলবার,** ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০।৫০ মিঃ। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘ ৫।২৫। অসৃক্‌যোগ দিবা ঘ ৩।২৫ মিঃ। গরকরণ, দিবা ঘ ৯।৪৭ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৫০ গতে বৃষ্টিকরণ। **জন্মে**--ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ৯।৩১ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ শেষরাত্রি ঘ ৫।২৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**– দ্বিপাদদোষ, শেষরাত্রি ঘ ৫।২৫ গতে একপাদদোষ। **বারবেলাদি** ঘ ৭।৪০ গতে ও ৯।৪ মধ্যে ও ১।১৬ ২।৪০ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭। গতে ও ৮।৪০ মধ্যে। **যাত্রা**-- নাই। **শুভকর্ম্ম**--দীক্ষা। **বিবিধ**– ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ১০।৫০ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও পুণ্যতরা গঙ্গাস্নাস। **বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি এবং অনধ্যায়। প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৫।২৭ গতে রাত্রি ঘ ৭।৩ মধ্যে **শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত**। রাত্রি দণ্ডে **সায়ং সন্ধ্যা** কর্তব্য। **মকরসংক্রামণারম্ভকল্পে মাঘকৃত্য সমাপন**। **অমৃতযোগ**– দিবা ঘ ৮।২১ গতে ১০।৩৯ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।২৯ মধ্যে ও ৩।১৫ গতে ৪।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৬।২৩ মধ্যে ও ৮।৫৩ গতে ১১।২৩ মধ্যে ও ১।৫৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

৩০ মাঘ, ভাঃ ২৪ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ৩০ মাঘ, ২৬ জমাঃ আউঃ। উঃ ৬।১৭, অঃ ৫।২৭। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী রাঃ ঘঃ ১০।৫০। ২৬ জমাঃ আউঃ ওরস মোজাদ্দেদ আল্‌ফে সানি (রহঃ) সিরহিন্দ, পাঞ্জাব।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে শালগ্রাম শিলা

ড. প্রসেনজিৎ সরকার

গন্ডক নদীর উত্তরে প্রায় ১০কিমি ব্যাপী বিস্তীর্ণ মহাক্ষেত্রে বিষ্ণু শালগ্রাম শিলার পাথর অধিষ্ঠান করছেন। এবার বলব শালগ্রাম বলতে কী বোঝায়। শালগ্রাম শিলা হল ভগবান বিষ্ণুর বা নারায়ণের মূর্তির প্রতীক। শিবের প্রতিক যেমন শিবলিঙ্গ, তেমনি বিষ্ণুর বা নারায়ণের প্রতীক এটি। এটি বজ্রকীট (Pangolin) দ্বারা চক্রযুক্ত শিলা। গন্ডক নদীতে এই বজ্রকীটযুক্ত যে শিলা পাওয়া যায় তাকেই শালগ্রাম শিলা বলে।

প্রকৃতপক্ষে শালগ্রাম শিলা হল অনন্তকে স্পর্শ করার এক প্রকৃতি প্রদত্ত বিধান, ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের কাছে ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণের প্রতীক। অনেক হিন্দু গৃহস্থ বাড়িতে শালগ্রাম শিলা কুলদেবতা হিসেবে নিত্য পূজিত।

আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে, প্রকৃতির খামখেয়ালিতে ভগবান বিষ্ণুর নাম কীভাবে জড়িয়ে গেল? প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা এসব শালগ্রাম শিলাগুলি সংগ্রহ করে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এসব শিলার মধ্যে বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালার মতো নানা চিহ্ন বর্তমান। আবার কোনও শিলার নাভিদেশে শঙ্খ বা পদ্ম ছোটো আকারে দেখা গেল। তাঁরা এই শিলার নাম দেন মধুসূদন। কোনো শিলার গাত্রদেশ দেখে মনে হচ্ছে স্বয়ং বনমালা শোভিত রয়েছেন যাকে বলা হলো সুদর্শন, কোনো কোনো শিলা চারমুখ বিশিষ্ট একচক্র, গোলাকার, শ্যামবর্ণ, ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও মালাযুক্ত পৃষ্ঠদেশ। অতি অপূর্ব শোভিত এই শিলা লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে খ্যাতি লাভ করল। তাঁরা প্রধানত ৫১ প্রকার শালগ্রাম শিলার রূপ বর্ণনা করেছেন। এই ৫১ শিলার সব বিষ্ণু বা নারায়ণের ভিন্ন ভিন্ন নাম। আমাদের বিশ্বাস, শালগ্রাম শিলা পূজা করলে মানুষের অনেক উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়। মানুষ সর্বকর্মে সিদ্ধিলাভ করে।

এসব আধ্যাত্মিক কথার তাৎপর্য সম্পর্কে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে–এসবের প্রয়োজন কী? কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে, বিষ্ণুর অপার করুণাধারা পৃথিবীলোকের গণ্ডক নদীর মধ্যে কীভাবে বর্ষিত হল? আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, শালগ্রাম শিলা বজ্রকীট জাতীয় এক ধরণের সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষের প্রস্তরীভূত রূপ অর্থাৎ জীবাশ্ম (fossil)। পণ্ডিতেরা এই শিলার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বিষ্ণুর অপার মহিমা। এই শিলাকেই তাঁরা নাম দিয়েছেন নারায়ণ শিলা। নারায়ণ কেন শিলা রূপ ধারণ করলেন? বরাহপুরাণে উল্লেখ আছে, পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু হিমালয়ের এক মনোরম স্থানে তীব্র তপস্যা শুরু করেন। সেই তপস্যার প্রভাবে যে অদ্ভুত তেজরশ্মির উদ্ভব হল তার প্রভাবে পৃথিবী পীড়িত হলেন। দেবতারা মহাদেবকে নিয়ে ওই সুন্দর, রমণীয় স্থানে গিয়ে বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে দেবশ্রেষ্ঠ, তুমি তো নিজেই সব কিছু আধার ও বিধাতা। তোমার এই তপস্যার প্রয়োজন কী? তোমার আবার কীসের অভাব?’ বিষ্ণু বিনীতভাবে বললেন, ‘আমি নিজের জন্য তপস্যা করছি না। বিশ্ববাসীর যথার্থ মঙ্গল কামনার্থে এই তপস্যা করছি।’ মহাদেব প্রীত হয়ে বিষ্ণুকে বর দিয়ে বললেন, ‘আজ থেকে এই তপস্যাভূমি মুক্তিক্ষেত্র রূপে বিবেচিত হবে। তোমার মুক্তিনাথ রূপদর্শন করে মানুষের মুক্তি হবে। আর চরাচর তেজের প্রভাবে তোমার গন্ডদেশ থেকে যে অবর্ণনীয় ঘাম ঝরেছে তা একটি নদীর রূপ ধারণ করবে। গন্ডক নামে সেই নদীর গর্ভে শালগ্রাম শিলারূপে তুমি বাস করবে। সকল তীর্থের মধ্যে মুক্তিনাথের তীর্থ শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত হবে ও গণ্ডকের জল হবে পবিত্র। যে ব্যক্তি সমগ্র কার্তিক মাসে এই নদীতে স্নান করবে সে পাপমুক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করবে। আর মুক্তিনাথ বিষ্ণুর মূর্তি দর্শন, স্মরণ বা আরাধনা করলে মানুষের সব পাপ বিনষ্ট হবে। তাই আজও হিমালয়ের দক্ষিণে গণ্ডক নদীর উত্তরে দশ যোজন বিস্তৃত অঞ্চল হল হরিৎক্ষেত্র।

এক সময় অপরূপ, সর্বাঙ্গসুন্দর ভগবান বিষ্ণুকে লাভ করার জন্য লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হল। সরস্বতী দিশাহারা হয়ে লক্ষ্মীকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, লক্ষ্মী, তুমি পৃথিবীর মাটিতে গাছ হয়ে জন্মাও। কোমল প্রকৃতির নম্র স্বভাবের লক্ষ্মী এই অভিশাপ শুনে কেঁদে ফেলেন। বিষ্ণু লক্ষ্মীর চোখের জল মোছাতে মোছাতে বললেন, লক্ষ্মী, অভিশাপের কাল পূর্ণ হলে তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। পৃথিবীতে আগে তুমি মানুষী হয়ে জন্মাবে, পরে গাছে পরিণত হবে। সেই অনুসারে লক্ষ্মী পৃথিবীতে ধর্মধ্বজের কন্যা তুলসীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীর স্বামী দেবতাদের ত্রাস শঙ্খচূড়ের রূপ পরিগ্রহ করে লক্ষ্মীদেবীর সতীত্ব নষ্ট করলেন। কারণ ওই সময় নারায়ণ শিবকে পাঠিয়েছেন শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। লক্ষ্মীদেবী সব বুঝতে পেরে নারায়ণকে অভিশাপ দিয়ে বললেন যে, মিথ্যা ছলনা ও পাপাচারের জন্য নারায়ণ পৃথিবীর মাটিতে পাষাণ হয়ে যাবে। নারায়ণ তাতে সম্মত হয়ে লক্ষ্মীদেবীকেও এই নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহে তাঁর সঙ্গে থাকতে বললেন। অভিশাপের ফলেই লক্ষ্মীদেবীর সতীত্ব নষ্ট হয় ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষ্মীদেবীর অশেষ পূণ্য শরীর পৃথিবীতে পরিণত হবে গন্ডক নদীতে। আর তাঁর কেশরাশি তুলসি গাছের রূপ ধারণ করবে। আর নারায়ণ শিলা বা পাষাণ রূপ ধারণ করে গণ্ডক নদীর গর্ভে বিচরণ করবেন। এই শিলার নাভিচক্রে নারায়ণের রূপ ধারণ করে গণ্ডক নদীর গর্ভে বিচরণ করবেন। এই শিলার নাভিচক্রে নারায়ণের রূপ ফুটিয়ে তুলবে বজ্রকীট। আর তুলসীপাতা সবসময় শিলার সঙ্গে থেকে নারায়ণ শিলা পূজিত হবেন। পুরাণে আছে, যে তুলসীপাতাকে শালগ্রাম শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে তাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে স্ত্রী-বিচ্ছেদের বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

ভগবান বিষ্ণুর নামাঙ্কিত এই শালগ্রাম শিলার মধ্যে তাঁর পায়ের ছাপ আছে। ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণ হলেন সর্বব্যাপনশীল সত্তা যা সর্বত্র, সব কিছুর মধ্যে, অনু-পরমাণুতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমরা ভক্ত প্রহ্লাদের কথা স্মরণ করতে পারি। প্রহ্লাদকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করে বিষ্ণু বলেছিলেন, আমি সবকিছুর মধ্যেই আছি--অর্থাৎ জড়, জীব সব কিছুতেই তিনি আছেন। মহাশক্তিশালী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সমানভাবে বিরাজমান। প্রহ্লাদের পিতা এসব কথা বিশ্বাস না করায় বিষ্ণু অট্টালিকার স্তম্ভ থেকে উদয় হলেন ও পিতাকে হিরণ্যকশিপু আকার ধারণ করে হত্যা করেন। তাই বিষ্ণু অনন্ত নিখিল মহাবিশ্বের বিস্তারের কারণ। শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন দেখিয়ে এই কথার যথার্থতা বুঝিয়েছিলেন। বিষ্ণু হলেন মহাশক্তির আধার। এই মহাশক্তির প্রভাবেই তৈরি হয়েছে মহাব্রহ্মাণ্ড। এটি স্থিতি লাভ করে ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তিনি ষড়বিকারের অধীশ্বর হয়েও সর্বদা সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ অজর, অমর, পরমাত্মা। যিনি অনন্ত ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দেবতা, তিনিই ভগবান। আবার, নরসমূহ যাতে আশ্রয় করে আছে, তিনিই নারায়ণ তাই পরমাত্মা স্বরূপ। আসলে মূল কথা হল, একটিকে বস্তুগুণ এবং অপরটিকে ভাবগুণ বলা হয়। এই দুটি গুণ পৃথক, একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুণ থাকে। যেমন মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর মধ্যে ‘মূর্তিতে ভগবান বিরাজ করেন’--এই ভাবগুণ থাকে, কিন্তু মূর্তিতে যাঁর শ্রদ্ধা নেই, তিনি মূর্তি, পাথর পিতল, রূপো ইত্যাদির তৈরি’–এই বস্তুগুণ সম্পন্ন হন। গরুর পুরাণ, উত্তর খণ্ড ৩/১০-এ বলা হয়েছে :

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন
শিলায়াং ন মৃৎসু চ।
ভারে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্
ভাবং সমাচরেৎ।।

অর্থাৎ দেবতা কাঠেও থাকেন না এবং মাটি বা পাথরেও থাকেন না, ভাবেই দেবতার বাস।

ভৌগলিক তথ্য দিয়ে বলা যায়, নেপালের উত্তরদিকে কালীগণ্ডক বা কৃষ্ণগন্ডকী বা শালগ্রামী নামে এবং দক্ষিণদিকে নারায়ণী নামে নদী প্রবাহিত। ভারতে এই নদী গণ্ডক নামে পরিচিত। এটি গঙ্গার বামতীরের উপনদী। এই নদীর জলের রং কালো, তাই একে কৃষ্ণগণ্ডক নদী বলা হয়। কালীগণ্ডক নেপালের দীর্ঘতম নদী। এই নদীতে অধুনালুপ্ত এক ধরনের শামুকজাতীয় প্রাণীর (বজ্রকীট) জীবাশ্ম পাওয়া যায় যা আমাদের কাছে শালগ্রাম শিলা (Black roundish pebble worshipped as the symbol of Lord Vishnu) নামে পরিচিত।

নেপালে গণ্ডক নদীর ধারক অববাহিকা ৪৬৩৭০ বর্গ কিমি। এই নদীটি তিব্বত সীমান্তে সুন্তাং অঞ্চলের ৬২৬৮ মিটার উঁচু Nhubine Himal হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি হয়েছে প্রধান হিমালয় বা হিমগিরি বা হিমাদ্রি বা উচ্চ হিমালয় (Greater Hilalayas or Himgiri Or Himadri) অঞ্চলে। টেথিস হিমালয়ের দক্ষিণে গড়ে ৬০০০ মিটার উঁচুতে এই পর্বত শ্রেণির মধ্যে এটিই হল সবচেয়ে উঁচু। বহু কোটি বছর আগে এখন যেখানে হিমালয়ের অবস্থান সেখানে একটি অগভীর সাগর বা মহীখাত (Geosyncline) ছিল যার নাম টেথিস সাগর বা টেথিস মহীখাত। ভারতের উপদ্বীপীয় পাতের সম্মুখস্থ পলিরাশিতে ভাঁজ পড়ে হিমালয় পর্বতের উৎপত্তি হয়।

এই ইউরোপীয় পাতটি এখন প্রতিবছর প্রায় ৫.৪ সেমি হারে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছে। তাই হিমালয় অঞ্চলে পাতজনিত সংঘর্ষ প্রক্রিয়া এখনও কার্যকরী আছে। এরফলে হিমালয়ের উত্থান এখনও ঘটে চলেছে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে। এখনও মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হয়। এ থেকেই বোঝা যায় হিমালয়ের গঠন-কাজ এখনও চলেছে।

বজ্রকীট হল এক ধরণের কৃমি জাতীয় প্রাণী, আনুমানিক ১৮ কোটি বছর আগে সামুদ্রিক গর্ভে এই প্রাণীটির জন্ম হয়েছিল। এই প্রাণীদের জন্ম জুরাসিক যুগে (মেসোজোয়িক যুগে-১৮০ কোটি বছর আগে)। কিন্তু তা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে পরিণত হতে আরও কয়েকটি বছর সময় লেগেছিল। বজ্রকীটরূপে এই প্রাণীদের দেহ অগভীর সমুদ্রতল থেকে সুগভীর সমুদ্রতলে পলিস্তরের নীচে চাপা পড়ে রইল কয়েক কোটি বছর। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিবর্তিত হতে হতে তারা জীবাশ্মে রূপান্তরিত হল। এই জীবাশ্মগুলি সংরক্ষিত হল শিলাস্তরে। এরপর কালের পরিবর্তনের প্রভাবে মহাদেশগুলির বিবর্তনের ফলে সমুদ্রতল ক্রমশ উপরে উঠতে লাগল আর মাথা উঁচু করে তা আস্তে আস্তে হিমালয়ের আকার ধারণ করল। এই অংশের স্থিতি শেলেই অ্যামোনাইট গোষ্ঠীর পেরিসস্ফিংটসেরে বিভিন্ন প্রজাতির জীবাশ্ম। আর এই জীবাশ্ম সমন্বিত শিলাই শালগ্রাম শিলা।

হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের দক্ষিণে প্রধান হিমালয়ের চির বরফ আবৃত অঞ্চলের গণ্ডক পর্বত বা শালগ্রাম পর্বত থেকে গণ্ডক নদীর উৎপত্তি। এই পর্বতের স্তরে স্তরে লুকিয়ে আছে শালগ্রাম শিলারূপী প্রাচীন জীবাশ্মের শিলাভূত (বজ্রকীট)। গণ্ডক নদীর জলের তীব্র স্রোতে ওই শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তীব্র ঘর্ষণের ফলে পর্বতের পাথর ক্ষয় হয়ে নদীর জলে মিশে যাচ্ছে। তাই নদীর জলের রং কালো। এই কালো শিলাস্তরের খাঁজে লুকিয়ে থাকা আঠারো কোটি বছর আগের সামুদ্রিক জীবাশ্ম শিলায় পরিণত হয়ে জলের স্রোতে বেরিয়ে গণ্ডক নদীতে মিশছে। এভাবে শালগ্রাম পর্বত বা গণ্ডক পর্বত থেকে শালগ্রামী বা গণ্ডক নদী যুগ যুগ ধরে শালগ্রাম শিলাকে অবিরাম বয়ে আনছে।

সমুদ্রগর্ভে প্রকৃতিভাবে সৃষ্ট বজ্রকীট বা কৃমিজাতীয় প্রাণীরা মরে গেলে, তার মাংস পচে নষ্ট হয়। ফলে খোলসটি কোটি বছর ধরে মাটির নীচে পড়ে শিলায় পরিণত হয়। প্রথমে জৈব পদার্থে, পরে অজৈব পদার্থে আর শেষে শিলায় রূপান্তরিত হয়। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রগর্ভে শালগ্রাম শিলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শালগ্রাম জীবাশ্ম গণ্ডক নদী ছাড়াও মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে, নর্মদা উপত্যকায়, দক্ষিণ ভারতে পুদুচেরি ও ত্রিচিনপল্লীতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব শিলা গণ্ডক নদীতে প্রাপ্ত শালগ্রাম শিলার মতো স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি।

উপভোক্তা সচেতনতা ও সুরক্ষায় দেশে অগ্রণী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ

অরুণ কর
দ্বিতীয় পর্ব

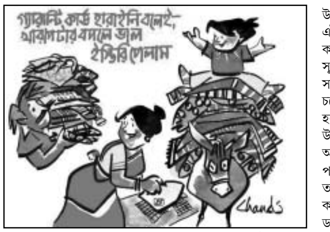
গ্যারান্টি কার্ড হারাইনি বলেই, আঁচলটার বদলে ভাল ইস্তিরি পেলাম
Chands

পশ্চিমবঙ্গ ক্রেতা সুরক্ষার ক্রমবিকাশ ঃ

ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের মতো উপভোক্তা সুরক্ষার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের অধীনে থাকলেও ১৯৯৯ সালে এ রাজ্যে ‘উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর’ নামে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যেখানে উপভোক্তা স্বার্থ সুরক্ষায় একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ দপ্তরের কথা ভাবা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় গঠিত ‘ডিস্ট্রিক্ট ফোরাম’ এবং রাজ্য স্তরে ‘টেস্ট কমিশন’-এর কাজের তদারকির মধ্যে দিয়ে এই দপ্তরের সূচনা হয়েছিল বটে; কিন্তু ২০০১ সালে কন্ট্রোলারেট (২০০৩ সালে ‘ডাইরেক্টরেট’-এ উন্নীত) অব লিগ্যাল মেট্রোলজিকে এই দপ্তরের অধীনে আনা হয়। ওই একই বছরের পয়লা অক্টোবর উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অধীনে আরেকটি ডাইরেক্টরেট গঠিত হয়। ওই ডাইরেক্টরেটটির নামকরণ করা হয় ‘কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স অ্যাণ্ড ফেয়ার বিজনেস প্র্যাক্টিসেস’ বা ‘উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার’। এই নামকরণের মধ্য দিয়েই ডাইরেক্টরেট তথা দপ্তরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে পরিষ্কার ধারণাটি তৈরি হয়, সেটি হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুধুমাত্র উপভোক্তাদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার মধ্যে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। বরং কয়েক ধাপ এগিয়ে রাজ্যে সুস্থ ও নীতিসঙ্গত বাণিজ্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করাও এই দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য।

তিনটি স্বতন্ত্র শাখা সংগঠন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর। এই শাখা সংগঠনগুলি হল : (ক) উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার, (খ) কনজ্যুমার ফোরাম, (গ) বৈধ পরিমাপ অধিকার। ১নং চিত্রটির মাধ্যমে উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের পরিকাঠামো দেখানো হল।

এখন আমরা দেখে নেব, উপভোক্তা দপ্তরের এই তিনটি শাখা সংগটন কীভাবে এ রাজ্যের উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে।

(ক) উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার : উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের একটা খুব চালু স্লোগান হল, ‘সচেতন উপভোক্তাই সুরক্ষিত উপভোক্তা’। এই আপ্তবাক্যটিকে পাখির চোখ করে পশ্চিবঙ্গ সরকার এই দপ্তরের সূচনা পর্ব থেকে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল রাজ্যের সাধারণ মানুষকে উপভোক্তা হিসেবে রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি অধিকার প্রয়োগ করে তার প্রতিকার লাভ করতে সক্ষম করে তোলা। এই উদ্দেশ্যে এই ডাইরেক্টরেট আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়।

- ➢ সাধারণ মানুষের কছে ক্রেতা সুরক্ষা আইন-সহ অন্যান্য উপভোক্তা-বান্ধব আইনের ভাষ্য অত্যন্ত সহজভাবে তুলে ধরা।
- ➢ কেনাকাটা করার আগে কী ধরনের সকতর্কতা অবলম্বন করলে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা সব থেকে কম থাকবে?
- ➢ কোনও জিনিস কেনা বা পরিষেবা গ্রহণ করবার সময় উপভোক্তার পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ।
- ➢ কেনাকাটা করে ঠকে গেলে উপভোক্তা সুরক্ষা আইনে কী কী প্রতিবিধান পাওয়া যেতে পারে?

সম্পাদক সমীপেষু

শিশু পালন

পোষা জীবজন্তু থেকে শুরু করে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল-ফুলের চারা গাছ সবই তো লালন পালনের পর্যায়ে পড়ে। হাঁস, মুরগি থেকে শুরু করে গোরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া এমন কী কুকুর বিড়ালেরও সঠিক পরিচর্যা করতে হয়। এর জন্য সময় ব্যয় প্রত্যেকেই করেন। অসুখ বিসুখ ও মড়কের হাত থেকে যেমন রক্ষা করতে হয়, লক্ষ্য রাখতে হয় ভক্ষক যেন ভক্ষ্যকে গ্রাস করে না ফেলে। এ দায়িত্ব পরিবারের প্রতিটি সদস্যকেই নিতে হয়। সঠিক লালন-পালন ও পরিচর্যার জন্য সময় দিতে হয়। না হলে সমস্ত কিছুই অকালে বিনষ্ট হয়ে যায়। লক্ষ্য রাখার বিষয় মনুষ্যেতর প্রাণীরা কিন্তু নিজেরাই তাদের শিশুদের বড়ো না হওয়া পর্যন্ত দেখভাল ও পরিচর্যা করে। বাড়ির অন্যান্য পোষ্য বা বাগানের চারাগাছগুলির প্রসঙ্গ ছেড়ে এখনই লক্ষ্য রাখা দরকার নিজের নিজের বাড়ির শিশুগুলির দিকে। জন্মের পরমুহূর্ত থেকে মা-ই সে ভূমিকায় মুখ্য। অন্যরা সাহায্য করলেও মায়ের ভূমিকা পালন করে থাকেন। অথচ, মায়েদের হাতে সেই সময়টুকু নেই। আজকাল অধিকাংশ মা-ই বাড়ির বাইরে রুজি রোজগারের কাজে ব্যস্ত। শুধু তাই নয় পরপর বেশ কয়েকটি দিনও বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়। তখন সেই শিশুর দায়িত্ব থাকে অন্যের হাতে। এখানেই ভুল করতে শুরু করেন মায়েরা। শিশু পালনের কথা ভাবতেই পারেন না। বলেন এভাবেই তো বড়ো হয়। চিরকালই হয়ে আসছে। কিন্তু না মা না, আর নয়। ভেবে দেখুন, আপনার শিশুটি যদি আবার কন্যা সন্তান হয়, দেখতে সুশ্রী হয় তাহলে তো কথাই নেই। হলেও বা মাত্র তিন বছর বা তারও কম বয়স–বর্তমান যুগের নারী-মাংস ভক্ষকরা তো ওৎ পেতে বসে থাকে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। একটু বড়ো হলে তো তার চারদিকে ঘরে বাইরে সর্বত্র মাছি ভনভন করতে থাকে। সে নিজে প্রতিবাদী না হওয়া পর্যন্ত, মা, আপনাকেই সর্বক্ষণের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করা যাবে না। তখন থেকেই মেয়েকে সামাজিক ব্যাধিগুলি সম্পর্কে সচেতন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা অর্জনের শিক্ষা দিতে হবে। বাড়ির বাইরে বিশেষত বিদ্যালয়ের পথে বা বিদ্যালয়েও সব সময় সদলবলে থাকার পরামর্শ দিতে হবে। যত ভদ্রলোকই হন না কেন, যত আপনজনই হন না কেন, কারও হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজে সঙ্গে যাবেন। ভাবছেন চাকরি আছে, রুজিরোজগারের ধান্দা আছে, পরিবার পরিজন-সামাজিক কর্তব্য আছে। এ কী করে সম্ভব! আপনার শৈশবের ঘটনাগুলিকে বর্তমান মানদন্ডে বিচার করে দেখুন তো আপনিও শিশু নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন কি না! ভেবে দেখুন, চোখ কান খোলা রাখুন, সমাজের দিকে তাকান, নিজে সচেতন হন। পথ খোঁজার চেষ্টা করুন। আপনার প্রাণের শিশু সন্তানটিকে নিরাপদে মানুষ হতে সাহায্য করুন।

- আশিসবরণ সামন্ত
আরামবাগ, হুগলি

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।............সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য
সম্পাদক দায়ী নয়